Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### রিসার্চের বিষয়ঃ

### বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মহুয়া হানিন

রোলঃ 227021672


৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মহুয়া হানিন

রোলঃ 227021672

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মহুয়া হানিন, আইডিঃ 227021672 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মহুয়া হানিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

**মহুয়া হানিন**

আইডিঃ 227021672

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


জীবন মানেই পরীক্ষা ....................1

বালা মুসিবত থেকে বাচার দোয়াঃ ....................3

বালা মুসিবত কেন আসে ....................4

কখন পরীক্ষা আর কখন শাস্তি? ....................6

বালা মুসিবত থেকে বাচার উপায়ঃ....................8

বালা মুসিবত মানুষের হাতের কামাইঃ.................... 10

ভরসা রাখুন আল্লাহর ওপর .................... 14

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কিছুই হয় না.................... 17

তিনি সব জানেন.................... 20

শুধু আল্লাহর কাছেই চাওয়া.................... 22

দুআর শক্তি .................... 26

# জীবন মানেই পরীক্ষা

অমুসলিমদের চোখে দুঃখ-দুর্দশা বেশ কষ্টদায়ক ব্যাপার। কিন্তু মুসলিমদের জন্য দুনিয়াবি কষ্টগুলো হচ্ছে এক ধরনের পরীক্ষা। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার এক সুবর্ণ সুযোগ। মহামহিম আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কখনও স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি দান করে পরীক্ষা করেন। আবার কখনও তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য বিপদের মধ্যে ফেলেন। মুমিন ব্যক্তি যদি বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করতে পারে, তা হলে দয়াময় আল্লাহ তাকে অজস্র পুরস্কার দান করবেন। তার পাপ মোচন কবে দেবেন এবং জান্নাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون ( " এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমবা তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হিদায়াত-প্রাপ্ত।" [১]

[১] সূরা আল-বাকারাহ, ০২: ১৫৫-১৫৭

এর মানে হচ্ছে আল্লাহ আমাদেরকে কখনও দুরবস্থার মধ্যে ফেলে পরীক্ষা করবেন, আবার কখনও স্বচ্ছলতার মধ্যে রেখে পরীক্ষা করবেন। যাতে তিনি যাচাই করতে পাবেন-কারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আর কারা অকৃতজ্ঞ হয়, কারা ধৈর্যধারণ করে আর কারা অধৈর্য হয়ে পড়ে। আলি ইবনু আবী তালিব এ বর্ণনা করেন যে, ইবনু আব্বাস এ বলতেন, "আল্লাহ তোমাদের কখনও বিপদে ফেলে পরীক্ষা করবেন আবার কখনও আরাম-আয়েশে রেখে পরীক্ষা করবেন। কখনও সুস্বাস্থ্য দান করে পরীক্ষা করবেন আবার কখনও রোগাক্রান্ত করে পরীক্ষা করবেন। কখনও সম্পত্তি দ্বারা পরীক্ষা করবেন আবার কখনও দারিদ্রের মধ্যে রেখে পরীক্ষা করবেন। কখনও হারাম জিনিস দিয়ে পরীক্ষা করবেন আবার কখনও হালাল জিনিস দিয়ে। কখনও আনুগত্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন আবার কখনও গুনাহের মাধ্যমে। কখনও হিদায়াতের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন আবার কখনও কক্ষচ্যুত করে পরীক্ষা করবেন।"।১] অপরদিকে কাফিরদের অবস্থার কথা একটু চিন্তা করুন। বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশায় নিতান্ত বাধ্য হয়ে সবর করার পরেও ওরা সম্পূর্ণ ক্ষতির মাঝে ডুবে আছে। কারণ এই ধৈর্যধারণ করার বিনিময়ে ওরা কোনো প্রতিদানই পাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ

( إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
" যদি তোমরা কষ্ট পেয়ে থাকো (তবে জেনে রাখো), তারাও তো তোমাদের মতোই কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু তোমরা আল্লাহর কাছে আশা করো (পুরস্কার এবং জান্নাতের), যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"খে তাই জীবনে আরাম-আয়েশ, সুখ-সমৃদ্ধি এলে একজন মুসলিমের উচিত সবার আগে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। দুনিয়াবি সুখ-সমৃদ্ধি দেখে মুমিনদের এমনটা ভাবা উচিত হবে না যে-তার ধার্মিকতা ও সদাচারের কারণেই তাকে এত সুখ-সমৃদ্ধি দেওয়া হয়েছে। কেননা দুনিয়াবি বিপদ-আপদই আমাদের জন্যে একমাত্র পরীক্ষা নয়। সাথে সাথে দুনিয়াবি সমৃদ্ধি, সম্পত্তি আর শারীরিক সুস্থতাও এক ধরনের পরীক্ষা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

"... আমরা তোমাদের মন্দ ও
ভালো (এ উভয়) অবস্থার মধ্যে ফেলেই পরীক্ষা করি। "১) কাজেই আমাদের উচিত বিপদকে আল্লাহর-পক্ষ-থেকে-আসা পরীক্ষা মনে করে ধৈর্যধারণ করা, আর সুখ-সমৃদ্ধি এলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা।

[১] ইবনু কাসীর, তাফিসরুল কুরআনীল আযীম [২] সূরা আন-নিসা, ০৪: ১০৪

## বালা মুসিবত থেকে বাচার দোয়াঃ

হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা শক্তি অর্জন কর

মানুষ মরণশীল। জন্মের পর মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যু থেকে বাঁচার কোনো উপায় অতীতে ছিল না, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না।

মৃত্যুর ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে- 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং অবশ্যই কিয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল তোমরা পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই হবে প্রকৃত অর্থে সফলকাম।

কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছেই দোয়া করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.)–ও যখনই কোনো কঠিন সমস্যায় পড়তেন, তখনই আল্লাহর কাছে একান্তভাবে প্রার্থনা করতেন। বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পবিত্র কোরআন ও হাদিসে অনেক দোয়া বর্ণনা করা হয়েছে। বহু দোয়াই ছোট। সহজে মুখস্থও করা যায়। শরীর সজীব ও প্রাণবন্ত রাখার জন্য যেমন আহারের প্রয়োজন, তেমনি কলব বা রুহকে জীবিত রাখার জন্যও পুষ্টির প্রয়োজন। আর রুহ বা কলবের পুষ্টি হলো আল্লাহর জিকির করা। আল্লাহ বলেছেন, 'সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হোয়ো না।' (সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫২)।

মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগই নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই, যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও থাকো।

# বালা মুসিবত কেন আসে

দুনিয়াতে মানুষের জীবন এক অবস্থায় থাকে না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আর এটা যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সত্য তেমনি সত্য জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও। এ জীবনে যেমন আসে সুখের পর দুঃখ, সুস্থতার পর অসুস্থতা তেমনি আবার আসে দুঃখের পরে সুখ এবং অসুস্থতার পরে সুস্থতা। সচ্ছলতার পর অসচ্ছলতা আবার অসচ্ছলতার পর সচ্ছলতা। পরিবর্তনের এই চলমান ধারাই হলো পার্থিব জীবন।

মানুষের এ জীবন এরূপ পরিবর্তনশীল বানানোর পিছনে রয়েছে অনেক তাৎপর্য ও হিকমত। যার সম্যক জ্ঞান রয়েছে মানুষের খালিক ও মালিক আল্লাহ তাআলার কাছে। তবে আল্লাহ যাদের চিন্তাশক্তি দান করেছেন তারা কিছু কিছু হিকমত অনুধাবনও করে থাকেন।

বাহ্যদৃষ্টিতে যেরূপ অবস্থার মুখোমুখিই হোক না কেন মুমিনের সৌভাগ্য এই যে, সকল অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকার। শর্ত হলো, সে যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তাতে আল্লাহর কী হুকুম রয়েছে সে সম্পর্কে অবগত থাকা এবং সে হুকুমের অনুগত থাকা।

বিভিন্ন আসমানি মুসিবত যথা মহামারি, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির কিছু পরিবেশগত কার্যকারণ রয়েছে, যা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ণিত। এ কারণগুলো যদি শুধু ধারণা ও অনুমানভিত্তিক না হয়ে সঠিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নির্ণিত হয়ে থাকে তবে এগুলো স্বীকার করতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এসব বাহ্যিক ও পরিবেশগত কার্যকারণের পশ্চাতে এমন কিছু কার্যকারণ ও উপযোগিতা রয়েছে, যেগুলো বিজ্ঞানের বস্তুনির্ভর পর্যবেক্ষণ-দৃষ্টির আওতা-বহির্ভ‚ত।

শুধু 'ওহী'র মাধ্যমে এগুলোর জ্ঞান অর্জিত হয়। এরূপ কিছু কার্যকারণ আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন ওহীর মাধ্যমে। এই ওহীভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকেই একজন মুমিন এ ধরনের আসমানি মুসিবতগুলোকে বিশ্লেষণ করে থাকেন। বস্তুগত কার্যকারণগুলোকে তারা স্থান দিয়ে থাকেন দ্বিতীয় পর্যায়ে।

এসব দুর্যোগ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হলো, এগুলো অবশ্যই আযাব ও গযব, যা ব্যাপক পাপাচারের শাস্তিরূপে আপতিত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে সে অবশ্যই এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু করে, সবর করে এবং তওবা, ইস্তেগফারের মাধ্যমে সংশোধিত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ঈমানী দুর্বলতার কারণে কারো কারো মনে বিভিন্ন প্রশ্নেরও উদ্রেক হয় এবং আল্লাহ মাফ করুন, কখনো কখনো তা উচ্চারিত হতেও দেখা যায়। যথা: এ প্রশ্ন হয় যে, যদি এটা গুনাহ ও অপরাধের শাস্তিই হয়ে থাকে তাহলে বড় বড় অপরাধী যে দেশে ওখানে কেন আযাব আসে না?

আবার যদি এই ভূখন্ডেই আযাব আসার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তবে এ ভূখন্ডেরই অন্যান্য অংশেও তো পাপাচার হয়ে থাকে। সে অংশগুলো কেন ক্ষতিগ্রস্ত হলো না? আর দুর্যোগগ্রস্ত এলাকায় সবাই কি পাপী-গোনাহগার? ওখানেও তো মসজিদ আছে, মাদরাসা আছে, নিষ্পাপ শিশু আর

নেককার মানুষ আছে? তাদের অপরাধ কী? তাহলে কি বড়লোকের পাপের সাজা গরিব-দুঃখীকে ভূগতে হচ্ছে?

আবার কারো মনে এই ওয়াসওয়াসাও সৃষ্টি হতে পারে যে, এগুলো যখন আযাব-গযব তাহলে আমাদের বোধ হয় দুর্যোগগ্রস্ত স্থানে যাওয়া উচিত নয়। কেননা, আযাব-গযবের স্থান থেকে দূরে থাকাই হলো হাদীস শরীফের নির্দেশনা।

এগুলো ভুল চিন্তা এবং এক ধরনের অবাধ্য মানসিকতা থেকে সৃষ্ট ওয়াসওয়াসা। এ অবাধ্য ও ভ্রান্ত চিন্তা বিদূরিত হওয়ার জন্য খাঁটি দিলে আল্লাহর দরবারে তওবা করা কর্তব্য। আর ‘লা হাওলা’ পড়ে আল্লাহর কাছে এই দুআ করা কর্তব্য যে, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে বিশুদ্ধ ঈমান দান করুন। আপনার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দান করুন। শোকরের সময় শোকর আর সবরের সময় সবর করার

তাওফীক নসীব করুন।।

তুমি ব্যক্তি জীবনে যে কাজই কর না কেন, তা যেন হয় সৎ। বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায়, সমাজ ও দেশের বেশিরভাগ মানুষ যখন পাপ, ব্যভিচার, অন্যায় এবং নিজ প্রভুকে ভুলতে বসে তখনই আল্লাহতায়ালা তার পক্ষ থেকে শাস্তি ঢেলে দেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেন, 'আর তোমাদের কৃতকর্মের কারণই তোমাদের ওপর বিপদ নেমে আসে।

# কখন পরীক্ষা আর কখন শাস্তি?

কেউ যখন আল্লাহর আনুগত্যমূলক কোনো কাজ করতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হয় কিংবা ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়, তখন সেই বিপদ হচ্ছে পরীক্ষা। যেমন, কোনো মুজাহিদ যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে আহত হয়, কোনো মুহাজির যদি হিজরত করতে গিয়ে ধন-সম্পত্তি হারায়, কিংবা সুন্নতের অনুসরণ করতে গিয়ে বা ইসলামের বিধান মানতে গিয়ে যদি কারও চাকরি চলে যায়-তবে বুঝতে হবে যে, এই ধরনের বিপদ হলো পরীক্ষা। যারা এ ধরনের বিপদে সবর করবে, তারা উত্তম বিনিময় পাবে। আর যারা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হবে। গুনাহের কাজ করতে গিয়ে যখন কেউ দুর্দশায় পতিত হয়, তখন এটি আযাব। যেমন, মদ বা অন্যকোনো নেশাদ্রব্য গ্রহণের কারণে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায়, তখন তা আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তি। এমতাবস্থায় সাথে সাথে গুনাহ ত্যাগ করতে হবে। তাওবা ও ইসতিগফার করে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর না হলে জেনে রাখা উচিত, কিয়ামাতের শাস্তি এর চেয়ে আরও অনেক ভয়াবহ, যন্ত্রণাদায়ক আর অসহ্য হবে। অনেক সময় বিপদ-আপদের সাথে নেকির কাজ বা গুনাহের কাজের সরাসরি কোনো সম্পর্ক থাকে না। যেমন কেউ রোগাক্রান্ত হলো, সন্তান হারাল কিংবা ব্যবসায় ক্ষতির শিকার হলো-এমতাবস্থায় একজন মুসলিমের উচিত নিজের আমলের পর্যালোচনা করা। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মের ওপর ভিত্তি করেই বিপদ আপতিত হয়। অথবা, অনেক সময় আল্লাহ তাআলা বান্দার ধৈর্য পরীক্ষা করার জন্যে বিপদ-আপদ দেন।

রাসূলুল্লাহ বলেন, يونى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ ضَبْعَةً ثُمَّ يُقَال
يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ ، وَيُؤْتَى بأشد الناس نوسًا
في الدنيا من أهل الجنة فيُصْبَغُ صَبْعَة في الجنة فيقال له يا اين آدم هل رأيت بؤسا قط هل مربك
شدة فقَ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مُربى بوس قَط وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَط ' কিয়ামাতের ময়দানে দুনিয়ায় সবচেয়ে ধনাঢ্য ও সুখী ছিল এমন এক জাহান্নামী ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে অল্প সময় ঢুকিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম-সন্তান! তুমি কি কখনও দুনিয়াতে সুখ-শান্তিতে ছিলে? তুমি কি কখনও দুনিয়ার নিয়ামাত পেয়েছিলে? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম! হে আমার রব। আমি কখনও দুনিয়াতে শান্তি পাইনি। ঠিক তদ্রুপ দুনিয়ায় যে ব্যাক্তি সর্বাধিক কষ্ট ও অশান্তিতে ছিল এমন এক জান্নাতি ব্যক্তিকে আনা হবে তারপর তাকে অল্প সময়ের জন্য জান্নাতে ঢুকিয়ে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, হে আদম-সন্তান। তুমি কি কখনও অভাব অনটনে ছিলে? সে আল্লাহর কসম করে বলবে, না, আমি কখনও কোনো অভাব-অনটনে বা কষ্টে ছিলাম না।ম সর্বদা স্মরণে রাখবেন: দুঃখ-কষ্ট আর সুখ-শান্তি সবই পরীক্ষা।

• আল্লাহ তাআলা আপনার জন্যে ভালো-মন্দ যা-কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাতেই আপনার কল্যাণ রয়েছে।

• আপনার সাথে যা ঘটেছে, তা কখনোই আপনাকে ছেড়ে যেত না। আর যা আপনার সাথে ঘটেনি, তা আপনার সাথে ঘটারই ছিল না।

• সবর মুমিনের একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ।

• যারা আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে ও সবর করে, তারা উত্তম প্রতিদান পায়।

• অধৈর্য হওয়া, বিলাপ করা, হাহুতাশ করার মাধ্যমে কখনোই আল্লাহর নির্ধারিত ফায়সালা বদলে যায় না।

• মানুষের কাছে নিজের বিপদের ব্যাপারে নালিশ জানানো সবরের বিপরীত কাজ। একমাত্র আল্লাহই পারেন আপনাকে ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে এবং আপনার কষ্ট দূর করতে।

১। মুসলিম ৬৯৮১

## বালা মুসিবত থেকে বাচার উপায়ঃ

রাসুল (সা.) বলেন, আমাদের রব প্রত্যেক রাতেই নিকটবর্তী আকাশে (প্রথম আকাশে) অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন, কে আছে যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেব। সুতরাং এ সময়ে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে বালা-

মুসিবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তা থেকে মুক্তি দেবেন।

বেশি বেশি ইবাদত করা : বিপদ এলে বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগি করা উচিত, যাতে আল্লাহর রহমত নাজিল হয় এবং তিনি দয়াপরবশ হয়ে আপতিত বিপদ থেকে রক্ষা করেন। রাসুল (সা.) বলেন, 'সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে, তখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে।

তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করবে এবং সালাত আদায় করবে ও সদকা করবে।' (বুখারি, হাদিস : ১০৪৪)

তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা : আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদত করবে। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মপরায়ণগণের অভ্যাস, আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের উপায়, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং পাপ কর্মের প্রতিবন্ধক। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৪৯)

রাসুল (সা.) বলেন, আমাদের রব প্রত্যেক রাতেই নিকটবর্তী আকাশে (প্রথম আকাশে) অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন, কে আছে যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেব।

কে আছে যে আমার নিকট কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দান করব এবং কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব। (বুখারি, হাদিস : ১১৪৫; মুসলিম, হাদিস : ৭৫৮)

সুতরাং এ সময়ে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে বালা-মুসিবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তা থেকে মুক্তি দেবেন।

সদকা করা : জান-মালের ওপরে বিপদাপদ ও আল্লাহর অসন্তোষ থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায় হচ্ছে দান-সদকা করা। আর অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের অতীব নিকটবর্তী।

' সুরা : আরাফ : ৭/৫৬

তিনি আরো বলেন, ‘বস্তুত সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।’ (সুরা : তাওবা, আয়াত : ৯১)

আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে দোয়া করা : আজাব-গজব ও বিপদাপদ থেকে রক্ষার অন্যতম উপায় হচ্ছে আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে দোয়া করা। কাকুতি-মিনতি সহকারে তাঁর কাছে পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়া এবং তাঁর সন্তোষ কামনা করা। তাহলে আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন এবং পাপীদের ধ্বংস করবেন না। আল্লাহ বলেন, ‘আমরা তোমার আগের সম্প্রদায়সমূহের কাছে রাসুল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর (তাদের অবিশ্বাসের কারণে) আমরা তাদের অভাব-অনটন ও রোগব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যাতে কাকুতি-মিনতিসহ আল্লাহর প্রতি বিনীত হয়। যখন তাদের কাছে আমাদের শাস্তি এসে গেল, তখন কেন তারা বিনীত হলো না? বরং তাদের অন্তরসমূহ শক্ত হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাজগুলোকে তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল।’ (সুরা : আনআম, আয়াত : ৪২-৪৩)

তিনি আরো বলেন, ‘কোনো জনপদে যখন আমরা কোনো নবী পাঠাই, তখন সেখানকার অধিবাসীদের (পরীক্ষা করার জন্য) নানা রকম কষ্ট ও বিপদে আক্রান্ত করি, যাতে তারা অনুগত হয়।’

(সুরা : আরাফ, আয়াত : ৯৪)

# বালা মুসিবত মানুষের হাতের কামাইঃ

সবার বিপদ কি গুনাহের শাস্তিস্বরূপ  পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা পাপের কারণে শাস্তি দেন কিন্তু আমরা দেখি যে অনেক কাফের, মুশরিক বা বিধর্মী, প্রকাশ্য ফাসেক যারা অনেক সুখে শান্তিতে আছে, ভালো আছে, তারা বড় কোনো বিপদে পতিত হয়না। পক্ষান্তরে নবী-রাসূলগণ, আউলিয়ায়ে কেরাম বা সাধারণ নেককার মুমিনরা বড় বড় বিপদে পতিত হয় বা হচ্ছে, তাদের কেনো শাস্তি দেয়া হয়? এমনকি রসুল সা. বলেছেন, “দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাত স্বরূপ।” (সহীহ মুসলিম, হা.নং-২৯৫৬) জবাব এই যে, কাফেরকে তার ভালো কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই ধন-সম্পদ ও স্বাস্থ্যের আকারে দান করা হয়। আর মুমিনের কর্মসমূহের প্রতিদান পরকালের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়। মূলত আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে তাদের শাস্তিস্বরূপ এ বিপদ দেননা; বরং এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা। এ পরীক্ষা ধৈর্যের পরীক্ষা। আল্লাহর উপর বিশ^াসে অটল থাকার পরীক্ষা। যারা এ পরীক্ষায় সফল হবে তাদের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের সুসংবাদ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি, ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দিন সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সে সকল লোক যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়াতপ্রাপ্ত।” (সুরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭) এ ছাড়াও পবিত্র হাদীসে রাসূল সা. বলেন, “দুনিয়াতে পরগম্বরগণের উপর সর্বাধিক বিপদাপদ আসে। এরপর তাদের নিকটবর্তী, অতঃপর তাদের নিকটবর্তীদের উপর আসে।” (সুনান তিরমিযি, হা.নং-২৩৯৮) সুতরাং বুঝা গেল যে, নবী-রাসূল, আউলিয়ায়ে কেরাম বা নেককার মুমিনের ওপর যে বিপদ আসে তা শাস্তিস্বরূপ নয়; বরং পরীক্ষা স্বরূপ। গুনাহের সব শাস্তি কি দুনিয়ায় দেয়া হয় পূর্বে আমরা জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার সব গুনাহের শাস্তি দেন না, অনেক গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। তাহলে কি আল্লাহ তাআলা যে সকল গুনাহের কারণে শাস্তি দেন, তার সব শাস্তিই কি দুনিয়াতে দেন? উত্তর না। আল্লাহ তাআলা যদি নিজ দয়ায় ক্ষমা না করেন তবে দুনিয়ার শাস্তির পরে পরকালেও তার জন্য বড় শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর অবশ্যই আমি তাদেরকে বড় শাস্তির পূর্বে ছোট শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।” (সুরা সাজদাহ : ২১) সুতরাং ইহকালিন সাময়িক শাস্তি পেয়ে যদি বান্দা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে তবে শাস্তিটা তার জন্য রহমতস্বরূপ। শুধু গুনাহকারীকেই কেনো শাস্তি দেয়া হয়না : কোনো জনপদে যখন বিপদ বা বিপর্যয় আসে তখন শুধু গুনাহকারীর ওপরই শাস্তি পতিত হয়না; বরং সে এলাকার সবার ওপর পতিত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর তোমরা এমন ফেতনা (বিপদ) থেকে বেঁচে থাকো যা বিশেষতঃ শুধু যে জুলুম করে তার ওপর পতিত হবেনা, এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত

কঠোর।"(সুরা আনফাল : ২৫) আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন বিপদ থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে বলেছেন যে বিপদ শুধু অপরাধীকেই গ্রাস করেনা। তাহলে কীভাবে আমরা এধরনের বিপদ থেকে বেঁচে থাকব। এর কি কোনো উপায় আছে। অবশ্যই আছে। এ জন্য আমাদের গুনাহ বা আল্লাহর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার পাশাপাশি এ ধরণের কাজে সাধ্যমতো বাধা দিতে হবে। তাহলে সামগ্রিক এ বিপদ থেকে বাঁচা যাবে। তা না হলে মুসা আ. এর কওমের গো বৎস পুজাকারীদের বাধা না দেয়ার কারণে তাদের যেমন শাস্তি হয়েছিলো, দাউদ আ. এর সময় শনিবারের মাছ ধরার কাজে বাধা না দেয়ায় তাদের যেমন শাস্তি হয়েছিলো, শাস্তির স্বরূপ তেমন না হলেও আমাদের ওপর অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, পানিতে ডুবার মতো অনেক সামগ্রিক বিপদ বেশি আকারে আপতিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের কাছেও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে।" (সুরা আনআম : ৪২) উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের গুনাহের কারণে যে শাস্তি দেন তা শুধু আমাদের সতর্ক, সাবধান ও সংশোধন হয়ে গুনাহ ছেড়ে তার দিকে ফিরে আসার জন্য। মূলত এ শাস্তিটা যারা আল্লাহ তাআলার পথে ফিরে আসতে চায় তাদের জন্য রহমত স্বরূপ। কিন্তু আমরা এ সতর্কতাকে গুরুত্ব দিচ্ছিনা, সাবধান হচ্ছিনা, রহমত হিসেবে গ্রহণ করছিনা। শুধু পাপ করেই যাচ্ছি। পাপ কাজে বাধা না দিয়ে সহযোগিতা করছি। ফলে আমাদের ওপর কিছুদিন পরপর নেমে আসছে ভয়াবহ বিপর্যয়। এখনো সময় আছে সতর্ক হওয়ার, সাবধান হওয়ার, সকল পাপ থেকে ফিরে আসার। আল্লাহ তাআলা হেফাজত করুন।

আল্লাহ তাআলা ভালোবেসে কুল মাখলুকাত সৃষ্টি করলেন। জিন ও ইনসান বানালেন শুধুই তাঁর পরিচিতির জন্য। মানুষকে খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে পাঠালেন। যাঁরা দায়িত্ব পালনে সফল হবেন, তাঁদের সম্মানিত করবেন বন্ধুত্বের মর্যাদায়। মানুষ সামাজিক জীব ও প্রকৃতির অংশ, সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা ও সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন জরুরি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানোর শত–সহস্র বছর আগেই পৃথিবীকে সাজিয়েছেন প্রাকৃতিক সম্পদে। আগুন, পানি, বাতাস, মাটি—এ মূল চার উপাদানে সৃজন করলেন প্রকৃতি। পাহাড়, সাগর, নদী–নালা, খাল–বিল, গাছপালা, উদ্ভিদ ও তৃণলতা; ফলমূল, বৃক্ষ–তরু; পশু–পাখি, জীব, জড়, প্রাণী—এসব দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ করে সাজালেন এই জগৎ ও সংসার।

প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী আদি পিতা হজরত বাবা আদম (আ.) থেকে শুরু করে দ্বিতীয় আদমখ্যাত নবী ও রাসুল হজরত নূহ (আ.)–এর আগ পর্যন্ত বহু নবী–রাসুলকে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছিলেন তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতিকে সাজিয়ে মানুষের বসবাসযোগ্য সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নের দায়িত্ব দিয়ে। তৎপরবর্তীকালেও সর্বশেষ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল হজরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত সব নবী–রাসুলই শহর, বন্দর ও নগর নির্মাণ করেছেন।

সৃষ্টি ও সৃষ্ট জগতের শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা ও সামাজিক সাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য। এ জন্য প্রয়োজন দূষণমুক্ত প্রকৃতি ও সুশৃঙ্খল সামাজিক পরিবেশ। জলবায়ু ও আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন মানবসভ্যতার জন্য এক অশনিসংকেত। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, বরফ গলে যাওয়া এবং ওজোনস্তরের ফুটো বা ফাটল সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হতে পারে। সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন, জল–স্থলে বিপর্যয় মানুষের কৃতকর্মের ফল। (আল–কোরআন, সুরা-৩০ রুম, আয়াত: ৪১)।

এমতাবস্থায় এমন আজাব ও গজব তথা সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে, যা থেকে কেউ রক্ষা পাবে না এবং সে প্রকৃতির রোষ থেকে নিরপরাধ লোকেরাও রেহাই পাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় করো, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জালিম (অত্যাচারী-অপরাধী) কেবল তাদিগকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখো নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।' (সুরা-৮ আনফাল, আয়াত: ২৫)।

এ প্রকার সামাজিক ও জাতীয় দুর্যোগের কারণ হলো 'আমর বিল মারুফ' তথা 'সৎকাজের আদেশ' ও 'নাহি আনিল মুনকার' অর্থাৎ 'অসৎকাজের নিষেধ করা' ছেড়ে দেওয়া। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো বিশ্বাস, সৎকর্ম, সদুপদেশ ও ধৈর্য। আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদে বলেন, 'সময়ের শপথ! মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে; তবে তারা ছাড়া যারা ইমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং একজন অন্যজনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিয়েছে।' (সুরা-১০৩ আসর, আয়াত: ১-৩)।

মানুষের বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য অন্য যে গুণটি বিশেষ প্রয়োজন, তা হলো দায়িত্বশীল হওয়া। সৎকর্ম ও কর্তব্যপরায়ণতা ব্যতীত শুধু ইমান মানুষকে অনিষ্ট, অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারে না। অন্য যেসব বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি পারস্পরিক, যা সামগ্রিক

ক্ষতি, অমঙ্গল ও অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য একান্ত জরুরি তা হচ্ছে সৎকর্ম, সদুপদেশ ও ধৈর্য তথা সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যেমন শুদ্ধাচার, সত্যপ্রীতি, সত্যনীতি ও ন্যায়নিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরও এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার উপদেশ দেবে। এই জিনিসই সমাজকে পতন ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা দেবে। যারা নিজেরা সৎ থাকবে, কিন্তু সমাজে অন্যায় দেখে নীরব থাকবে, তারাও একদিন সবার সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কথাই বলা হয়েছে হজরত দাউদ (আ.) ও হজরত ঈসা (আ.)–এর ভাষায়, ‘বনি ইসরাইলদের লানত ও অভিশাপ দিয়ে। এই লানত ও অভিশাপের কারণ ছিল তাদের সমাজে পাপাচার, অন্যায় ও জুলুম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং লোকেরা পরস্পরকে খারাপ কাজে বাধা দেওয়া থেকে বিরত থেকেছিল।’ (সুরা-১৭ ইসরা, আয়াত: ৭৮-৭৯)।

নগর সুরক্ষা ও নাগরিকদের জান–মালের নিরাপত্তার জন্য আমাদের সব নিয়মনীতি মেনে চলতে হবে। অন্যথায় আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা ও নবীজি (সা.)–এর সুন্নাহর নির্দেশনা উপেক্ষা করা এবং হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক বিনষ্ট করার দায়ে আল্লাহর আদালতে জালিম হিসেবে অভিযুক্ত হতে হবে।

# ভরসা রাখুন আল্লাহর ওপর

আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্যে যা-কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার সবটাই বান্দার কল্যাণের জন্য; যদিও আপাতদৃষ্টিতে তা ভালো হোক কিংবা মন্দ, স্বস্তিদায়ক হোক কিংবা যাতনাময়-এই বিশ্বাস পোষণ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাসূলুল্লাহ বলেন, এ শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য এমন কোনো বিষয় নির্ধারণ করেন না, যাতে তার উপকার নেই। আর এই বিশেষত্ব মুমিনগণ ছাড়া আর কারও জন্যেই নয়।" [১] প্রতিটি দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-আপদের পেছনে আল্লাহর হিকমাহ সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা আমাদের মানবিক বুদ্ধিমত্তার পক্ষে অসম্ভব। কারণ মানুষের জ্ঞান তো শুধু দৃশ্যমান বিষয়গুলোতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান-শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে আর তা বান্দাকে কীভাবেই-বা উপকৃত করবে-এই সংক্রান্ত প্রজ্ঞা তো শুধুমাত্র আল্লাহই রাখেন। অনেক সময় কোনো বিপদ আপাতদৃষ্টিতে ভয়াবহ মনে হলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়তো কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

তোমাদের যুদ্ধ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং তা তোমাদের কাছে *অপ্রীতিকর। তোমাদের কাছে হয়তো কোনো বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো-বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে তা অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।" তাই প্রত্যেকেরই উচিত-জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট হতে উত্তম প্রতিদানের প্রত্যাশা করা। সাথে সাথে আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও ফায়সালার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা। আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, যদি মুমিনগণ তাদের রবের প্রতি ভরসা করতে পারে তা হলে আল্লাহই তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لكل شَيءٍ قدرا. " যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। "থি কুরআন কারীম আমাদের সামনে নবি ইয়াকূব এ-এর আল্লাহর প্রতি ভরসার অনুপম দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছে। ইয়াকূব এ-এর সন্তানরা ছিল অত্যন্ত সুদর্শন। তাই মিশবে পাঠানোর সময় তাদেরকে তিনি আলাদা আলাদা প্রবেশপথে ঢোকার আদেশ দেন। কেননা তিনি তাদের জন্যে বদনজরের ভয় করছিলেন। কুরআনের ভাষায়: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عنكم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ . " তারপর সে বলল, হে আমার সন্তানরা। মিসরের রাজধানীতে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ কোরো না, বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ কোরো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারি না। তাঁর ছাড়া আর কারোর হুকুম চলে না। তাঁর ওপরই আমি ভরসা করি এবং যার ভরসা করতে হয়, তাঁর ওপরই করতে হবে।। " এর মাধ্যমে তিনি হয়তো বোঝাতে চেয়েছিলেন: আমার সাবধানতা আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারিত ফায়সালাকে

আটকাতে পারবে না। তবু আমি আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ তাআলা যা ফায়সালা করবেন সেটাই সর্বোত্তম। সর্বদা আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকার জন্যে রাসূলুল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। বান্দার জীবনে যখন আনন্দ আর স্বচ্ছলতা আসবে, তখন তার উচিত আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা এবং সন্তুষ্ট হওয়া। আর যখন বিপদের ঘনঘটা নেমে আসবে, তখন বান্দার উচিত সবর করা। রাসূলুল্লাহ বলেন, عَجَبًا لأمْرِ الْمُؤْمِ إِن أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ ُخَيْرًا لَه এ মুমিনের বিষয়টি বড়ই বিস্ময়কর! তার সবকিছুই কল্যাণকর; মুমিন ছাড়া অন্য কারোর ক্ষেত্রে সেটি প্রজোয্য নয়। তার জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি এলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে তা হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর দুঃখ-দুর্দশার মুখোমুখি হলে ধৈর্যধারণ করে, ফলে তাও হয় তার জন্য কল্যাণকর। ২ বিপদের সময় ধৈর্যহীন হয়ে পড়া, অস্থিরতা দেখানো, অতি উত্তেজিত হয়ে পড়া অথবা এমন কোনো কথা বলা বা কাজ করা যাতে আল্লাহর ফায়সালার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ পায়-এগুলোর কোনোটিই আমাদের জন্য বৈধ নয়। তাই বিলাপ করে কাঁদা, কাপড় ছিঁড়ে শোক পালন করা অথবা নিজের শরীরে আঘাত করা ইত্যাদি কাজকে ইসলাম কঠিনভাবে নিষেধ করেছে। কিয়ামাতের দিন ওই সব নিষিদ্ধ কাজের ব্যাপারে বান্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, যা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে করেছিল। ইমাম বুখারি তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবূ মূসা আশআরি -এর সূত্রে লিপিবদ্ধ করেন যে, যারা বিপদের সময় বিলাপ করে কিংবা (শোক প্রকাশের প্রতীক হিসেবে) মাথা মুণ্ডন করে অথবা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে-তাদের প্রত্যেকের থেকে রাসূলুল্লাহ নিজেকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এ ধরনের প্রত্যেকটি কাজই আলেমগণের ঐকমত্য অনুসারে হারাম।

[১] সূরা ইউসুফ, ১২: ৬৭

[২] মুসলিম: ২৯৯৯

[১] সূরা আল-বাকারাহ, ০২: ২১৬ [২] সূরা তালাক, ৬৫:৩

[১] মুসলিম

যেসব জিনিস বান্দার ক্ষমতার বাইরে, সেসব কাজের জন্যে আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে শাস্তি দেন না। অনেক সময় তীব্র কষ্টের কারণে অন্তর আবেগপ্রবণ হায় যায়। চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। অনবরত চোখের জল গড়াতে থাকে। এ কান্নার ব্যাপারে বান্দার হয়তো কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকে না। সে হয়তো মূল্যবান কোনো বস্তু হারানোর কষ্টে বা প্রিয়জন হারানোর বেদনায় নিদারুণ বিরহের যন্ত্রণা ভোগ করছে। অন্তরের সেই কষ্টদায়ক অনুভূতি আর কান্নার জন্যে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে শাস্তি দেবেন না। তবে এমন কষ্টের সময় আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনো বাজে চিন্তা মনে জাগার আগেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আবেগের আতিশয্যে এমন কোনো কথা বলা থেকে নিজের জবানকে হেফাজত করতে হবে, যে কথার

দ্বারা আল্লাহর ফায়সালার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ পায়। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রিয় সাহাবি সা'দ ইবনু উবাদা-কে দেখতে গেলেন। সা'দ তখন অসুস্থ ছিলেন। রাসূল এ-এর সাথে কয়েকজন সাহাবিও গিয়েছিলেন। প্রিয় সাহাবি সা'দকে অসুস্থ দেখে আল্লাহর রাসূল কেঁদে ফেললেন। রাসূল এ-কে কাঁদতে দেখে সাহাবিগণও কাঁদতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহﷺ বলেন, أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ ' শুনে রাখো, চোখের জল কিংবা অন্তরের দুঃখের জন্য আল্লাহ তাআলা কখনও শাস্তি দেন না। বরং তিনি তো শাস্তি দেন এটির কারণে (এ কথা বলে রাসূল নিজের জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন)। নতুবা তিনি দয়া-প্রদর্শন করে থাকেন। এস যখন রাসূলুল্লাহﷺ এ-এর পুত্র ইবরাহীম মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখন রাসূল নিজ পুত্রের পাশে গেলেন। রাসূলﷺ-এর চোখ অশ্রুসজল হয়ে পড়ল। তা দেখে আবদুর রহমান ইবনু আউফ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এমনকি আপনিও (সন্তানের মৃত্যুতে কাঁদলেন)!"

রাসূল ﷺ তখন জবাব দিলেন, "ও ইবনু আউফ! এটি তো দয়া।”

তারপর তিনি আরও কাঁদলেন এবং বললেন,

• আখি অশ্রুসিক্ত হয় এবং অন্তর ভারাক্রান্ত হয়। তবু আমরা এমন কিছুই বলি না, যাতে আমাদের রব অসন্তুষ্ট হন। হে ইবরাহীম! তোমার বিদায়ে আমরা দুঃখভারাক্রান্ত। "১।

(১) মুসলিম: ২০২২

# আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কিছুই হয় না

আপনি হয়তো কোনো ব্যাপার নিয়ে বিচলিত, আপনার কণ্ঠ বিষাদগ্রস্ত, আপনার মনে হয়তো শান্তি নেই। তবে জেনে রাখুন: যা আপনার ভাগ্যে নির্ধারিত আছে, তা আপনার কাছেই আসবে। যদিও-বা আপনি আপনার বাসায় ঘুমিয়ে থাকেন। আপনি ধৈর্য রাখুন আর দুআ করে যান। ধৈর্য রাখুন। আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন, তা নিয়ে অতি উল্লসিত হবেন না। আর আল্লাহ আপনাকে যা দেননি, তা নিয়ে দুঃখ করবেন না। কারণ এ সবই আল্লাহ লিখে রেখেছেন। এখন আমরা ইসলামের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস 'তাকদীর' নিয়ে আলোচনা করব। কথা এবং কদর নিয়ে আলোচনা করব।

আপনি যখন মায়ের গর্ভে অবস্থান করছিলেন, তখন ১২০তম দিনে একজন ফেরেশতা এসে মায়ের পেটে আপনার রুহ ফুঁকে দেন। এই সময়ে আপনার ব্যাপারে চারটি বিষয় নির্ধারিত হয়ে যায়: আপনি জীবনে সুখী নাকি দুঃখী হবেন,

• আপনি জান্নাতি নাকি জাহান্নামি হবেন,

• আপনি জীবনে কী কী করবেন, এবং • আপনার রিযক কোথা থেকে আসবে।

• আবার কিছু ব্যাপার বাৎসরিকভাবে নির্ধারিত হয় লাইলাতুল কদরের রাতে, যা রমাদানের শেষ দশকের মধ্যে আছে। সেই সময় আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে যে চারটি বিষয় আগামী এক বছরের জন্যে নির্ধারণ করে দেন সেগুলো হচ্ছে: • কারা জন্মগ্রহণ করবে,

• কারা মৃত্যুবরণ করবে,

• কোথায় কোথায় বিপদ আসবে, এবং

• কোথায় কোথায় রিযক বণ্টন করা হবে যখন আল্লাহ কোনো ব্যাপারে ফায়সালা করে ফেলেছেন, তখন কেউ কি তা বদলাতে পারবে? আপনার পিতা-মাতা-ভাই-বোন-আত্মীয়-স্বজন এমনকি সারা বিশ্বের মানুষ এক হয়ে চেষ্টা করলেও তা বদলাতে পারবে না। সুতরাং শান্ত হোন। যখন তাকদীরের ব্যাপারটি হৃদয়ে বসাতে পারবেন, তখন অন্ধকারতম পরিস্থিতির মাঝেও আশার আলোকচ্ছটার সন্ধান পাবেন। দুর্গন্ধময় দিনেও সুগন্ধের ছোঁয়া পাবেন। আপনার পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠলেও অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করতে পারবেন। আচ্ছা, আপনার তাকদীরের জিনিসগুলো আল্লাহ কখন নির্ধারণ করলেন? মনে করুন, আপনি অমুককে বিয়ে করবেন এবং আগামী বছর আপনার সন্তান হবে-এই জিনিস আল্লাহ কখন নির্ধারণ করলেন? আসমান-জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগে। হ্যাঁ, আসমান-জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগে আল্লাহ তাআলা আমাদের তাকদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রত্যেক ছোটো বড় জিনিসই নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাই আপনার ভাগ্যে যা যা রয়েছে,

সমগ্র পৃথিবী মিলে বাধা দিলেও তা আপনার কাছেই আসবে। তেমনিভাবে কোনো জিনিস যদি আপনার জন্য নির্ধারণ করা না থাকে, তবে সব মানুষ একত্র হয়ে চেষ্টা করলেও তা আপনার

হবে না। যতটুকু আল্লাহ ফায়সালা করেছেন, ততটুকুই আপনি পাবেন। যা আপনার তাকদীরে নেই, তা আপনার হবে না। আপনি কি জানেন, আপনার তাকদীরে কী আছে? আপনি কি জানেন, কোনটা আপনার জন্য উত্তম? না, আপনি জানে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানেন। তাই আল্লাহই আপনার তাকদীর লিখে রেখেছেন। সুতরাং হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। আপনি এই মুহূর্তে এই লেখাটি পড়ছেন, এই বিষয়ে, এই সময়ে-এ ব্যাপারটি কিন্তু আসমান-জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগেই আল্লাহ তাআলা লিখে রেখেছেন। আচ্ছা, তবে কি দুনিয়ায় এমন কিছু ঘটা সম্ভব, যা আল্লাহ অপছন্দ করেন? হ্যাঁ, সম্ভব। যদি আল্লাহ তাআলা অনুমতি দেন, তবে তা ঘটা সম্ভব। আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো কিছুই ঘটে না। আর তাকদীরের একটি স্তম্ভ হচ্ছে: আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই হয় না, এ কথার ওপর ঈমান আনা। তাই অপছন্দনীয় কিছু ঘটে গেলে বিচলিত হবেন না। রাতে অনিদ্রায় ভুগবেন না। মেজাজ খারাপ করবেন না। কারণ আপনি আল্লাহর ফায়সালার ওপর মেজাজ খারাপ করতে পারেন না। সবকিছুই আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে ঘটে। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ঘটনা ঘটল কিংবা আপনি কোনো জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করলেন, কিন্তু তা আপনার হলো না-এমতাবস্থায় জেনে রাখবেন যে, ওই বস্তু আদতে আপনার ছিলই না। তখন বলবেন, 'মহান আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা ছাড়া কোনো সাহায্য নেই, কোনো আশ্রয় নেই। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যে আর আল্লাহর নিকটেই আমরা ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার দুর্ভাগ্যের বদৌলতে আমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। এবং যা পাইনি তার বদলে আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করুন।' খুশি থাকুন, রাগ করবেন না। মানুষেরা তো কিছুই নয়। একবার আমি কোর্টে বিচারককে দেখে বললাম, হে আল্লাহ! সে যা-ই নির্দেশ দিক না কেন, এর সবকিছুই তো আপনি নির্ধারণ করে রেখেছেন। সে তো কিছুই না।

আল্লাহ মহাবিচারক। তিনি সবকিছু লিখে রেখেছেন। তাঁর ফায়সালা কেউ বদলাতে পারে না। আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি প্রত্যেক বস্তুর অনুপাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিস তেমনই যেমনটি আল্লাহ চেয়েছেন। তাকদীরের একটি স্তম্ভ হচ্ছে: আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে জগতের কোনো কিছুই ঘটে না। একদা যাইনুল আবেদীন **১৯৬৯**-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "কেউ খারাপ আমল করলে আল্লাহ তার অনুমতি দেন কীভাবে? তবে কি আল্লাহ তাতে সন্তুষ্ট হোন?" যাইনুল আবেদীন জবাব দিলেন, "আপনি আল্লাহর ওপর এটি কীভাবে আরোপ করবেন! নিঃসন্দেহে আল্লাহ খারাপ কাজ করারও অনুমতি দেন। কিন্তু তিনি তো আমাদেরকে কখনও খারাপ কাজ করার আদেশ দেননি। তিনি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলে দিয়েছেন, কিছু কাজ আছে যা করলে তোমাকে জাহান্নামে যেতে হবে। তাই সেগুলো থেকে বেঁচে থাকো। তিনি চান না বান্দা জাহান্নামে যাক। তিনি এটি অপছন্দ করেন, ঘৃণা করেন। এর থেকেও খারাপ ব্যাপার হলো, মানুষ আল্লাহর সাথে শরীক

স্থাপন করে। আল্লাহ তো সেই কাজও সংঘটিত হওয়ার অনুমতি দেন। কারও ওপর জোর জবরদস্তি করা হয় না। কিন্তু আমরা আল্লাহর ওপর প্রভাবশালী হতে পারব না। কোনো জিনিস আল্লাহ অনুমতি দিলেই শুধু তা সংঘটিত হতে পারবে। যদি আল্লাহ কোনো জিনিসের অনুমতি না দেন, তবে তা সংঘটিত হবে না।" একদা আলি ইবনু আবী তালিব মাসজিদে গেলেন। তাঁর সাথে একটি ঘোড়া ছিল। তিনি মাসজিদের ভেতরে প্রবেশের পূর্বে এক লোককে ঘোড়াটি দিলেন এবং বললেন, ঘোড়াটি যেন সে দেখে রাখে। লোকটি ঘোড়ার লাগাম চুরি করে নিয়ে গেল। মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আলি ভাবলেন, লোকটিকে ঘোড়া দেখে রাখার জন্যে চার দিনার মজুরি দিবেন। তিনি বাইরে বের হয়ে দেখলেন ঘোড়ার লাগাম হারিয়ে গেছে। তিনি তাঁর সেবককে বললেন, "এই চার দিনার দিয়ে আমার জন্যে বাজার থেকে একটি লাগাম নিয়ে এসো।" সেবক বাজারে গিয়ে দেখল, এক ব্যক্তি লাগাম বিক্রি করছে। এ ছিল সেই ব্যক্তি, যে কিনা লাগামটি চুরি করেছিল। সেবকটি ওই চুরের কাছে থেকেই দামাদামি করে চার দিনারে লাগাম কিনে নিয়ে এল। একবার ভাবুন তো, লোকটি একটু অপেক্ষা করলেই বৈধভাবে চার দিনার উপার্জন করতে পারত। কিন্তু সে বড্ড তাড়াহুড়ো করল। হারাম পন্থায় চুরির মাধ্যমে একই টাকা হাতিয়ে নিল। বোঝার ব্যাপার হচ্ছে, যা আপনার ভাগ্যে আছে তা আপনার কাছে আসবেই। এই চার দিনার লোকটির তাকদীরে ছিল। কিন্তু সে চুরির মাধ্যমে তা নিল। তাই আমি আপনাদের ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেবো। যা আপনার ভাগ্যে আছে, তা আপনি ঘুমিয়ে থাকলেও আপনার কাছে আসবে। সবর করুন, আর বেশি বেশি দুআ করুন।

# তিনি সব জানেন

আল্লাহ তাআলা বলেন, وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِين . ১৬ যদি তুমি সে সময়ের অবস্থা দেখতে পারতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারে দাঁড় করানো হবে। সে সময় তারা বলবে, হায়! যদি এমন কোনো উপায় হতো যার ফলে আমরা আবার দুনিয়ায় প্রেরিত হতাম, তখন আমাদের রবের নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা বলতাম না এবং মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।শ আপনি কি জানেন, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জবাবে কী বলবেন? আল্লাহ তাআলা বলবেন, بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُون . “ আসলে একথা তার নিছক এ জন্য বলবে যে, তারা যে সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল তা সে সময় আবরণমুক্ত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে। নয়তো তাদেরকে যদি আগের জীবনের দিকে ফেরত পাঠানো হয়, তা হলে আবার তারা ওই সবই করে যাবে যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। তারা তো মিথ্যুকই।"। অর্থাৎ, আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে অবগত, তিনি সব জানেন। হাদীসে এসেছে, فعت الأقلام وجفت الصحف এ কলম তুলে নেওয়া হয়েছে আর সহীফাগুলো(র কালি) শুকিয়ে গিয়েছে। "থি অন্যভাবে বললে, আপনার সাথে যা ঘটবে, সবই লিখে রাখা হয়েছে। তাই তো আল্লাহর সিদ্ধান্তে রুষ্ট হওয়া আপনার শোভা পায় না। আপনি বলতে পারেন না, 'আল্লাহ, তুমি আমাকে কেন এ জিনিস দিলে না?' কারণ আপনি কী পাবেন, না পাবেন-তা আল্লাহই নির্ধারণ করে রেখেছেন, আপনি নন। আল্লাহই সেই মহান সত্তা, যিনি কবুল ও প্রদান করেন। আপনার যদি কিছু প্রয়োজন হয় তবে আল্লাহর কাছেই চাইবেন। এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ, কারণ সবকিছু আল্লাহর অধীনস্ত। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউই কিছু করতে পারে না। তাই আমরা আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করি। যখন আপনি কোনো কিছু চাওয়ার পরেও পাবেন না, তখন জেনে রাখবেন এই জিনিস আপনার নয়। আর যে জিনিস আপনারই নয়, তা আপনি কীভাবে নেবেন? ওই জিনিস আপনার নয়, কারণ তা হয়তো আপনার জন্যে উত্তম ছিল না। তাই কখনও হাহুতাশ করবেন না। কারণ আল্লাহর আদেশেই এমনটি হয়েছে। আল্লাহ মহান কিতাবে যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তা কেউ বদলাতে পারে না। আর যখন কোনো জিনিস আপনার জন্যে নির্ধারণ করে রাখা হয়, তখন তা আপনার কাছেই আসবে। ওয়াল্লাহি। আপনি তা পাবেন। আল্লাহর কসম! আপনার জন্য নির্ধারিত জিনিস কেউ আপনার থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আল্লাহর কসম! তা আপনার নিকটই ফিরে আসবে। 'ইশ', এমন যদি হতো', 'আমি তো চাইতাম ওইরকম'-এ ধরনের কথা কখনোই বলবেন না। এগুলো শয়তানের তরফ থেকে আসে।

তাই নিশ্চিন্ত থাকুন এ কথা জেনে যে, আল্লাহই সবার চেয়ে ভালো জানেন। আল্লাহত মানুষকে হিদায়াত দান করেন। আল্লাহ যাকে চান, তাকে দিক নির্দেশনা দান করেন। আর আল্লাহ যাকে

গোমরাহ করেন, তার জন্যে কোনো হিদায়াত নেই। আল্লাহ যা-কিছুর অনুমতি দিয়েছেন তা-ই হবে, এর ব্যতিক্রম হবে না। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন-যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বক্ষক, অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক। সুতরাং আমরা জানলাম, তাকদীরের মূল কথা হচ্ছে:

• আল্লাহ সব জানেন।

• আল্লাহ প্রত্যেক জিনিস লিখে রেখেছেন।

• আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। • আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মহাবিশ্বে কোনো কিছুই সংঘটিত হতে পারে না। আপনি যখন এ বিষয়গুলো অনুধাবন করবেন, তখন তা আপনার অন্তর বদলে দেবে। আপনাকে পরিতুষ্ট করবে। আপনি দুনিয়াতে বন্দি থাকবেন কিন্তু আপনার আত্মা ঘুরে বেড়াবে জান্নাতে। আপনার ওপর সম্ভাব্য সকল বিপদ আপতিত হলেও আপনার অন্তর ও পদযুগল অবিচল থাকবে। কারণ আপনি জানেন, সবই আল্লাহর বিধান। পৃথিবীতে তো অনেক গাছপালা আছে। প্রতি বছরই প্রচুর পরিমাণে গাছ কাটা হয়। আপনি কি এর পরিমাণ জানেন? আল্লাহ কিন্তু জানেন। শুধু পাতার কথাই চিন্তা করে আমি হতবিহ্বল হয়ে যাই। চিন্তা করুন, আল্লাহর জ্ঞানের পরিধি কত ব্যাপক! আল্লাহ তাআলা বলেন, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا لَنقط مِن ورَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبين 66 তাঁরই কাছে আছে অদৃশ্যের চাবি, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। জলে- স্থলে যা-কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে গাছের একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন একটি শস্যকণাও নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। শুষ্ক ও আর্দ্র সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত আছে।

(১) সূরা আল-আলনাম, ০৬:৫৯

[১] সূরা আল-আনআম, ০৬: ২৮ [২] আহমাদ: ২৬৬৯-২৭৬২; সহীহ।

(১) সূরা আল-আনআম, ০৬: ২৬-২৭

# শুধু আল্লাহর কাছেই চাওয়া

কতই-না দুর্ভাগা সেসব লোক, যারা বিপদের সময় সাহায্যের আশায় কবর কিংবা মাজারে গিয়ে ভিড় জমায়! হতভাগারা নিজেদের বিপদ দূর করার আকুতি জানায় নবিদের নিকট, মৃত মানুষদের নিকট! এদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُون . " সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট কে, যে কিনা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কিয়ামাত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়। এমনকি আহ্বানকারী যে তাকে ডাকছে, এ বিষয়েও সে অজ্ঞ।"[১] তাদের কাজের অসারতা প্রমাণ করতে এই হাদীসটিই যথেষ্ট:

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً؟ قَالَ : « الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ مِنَ النَّاسِ « ، قَالَ : « يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ, وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَةٌ خُفِّفَ عَنْهُ, فَلا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ وَمَا لَهُ خَطِيئَةٌ

[১] সূরা আহক্বাফ, ৪৬:৫

6 নবিগণ সবচেয়ে বেশি পরীক্ষিত হন, অতঃপর তাঁদের নিকটবর্তীরা, এরপর এদের নিকটবর্তীরা। মানুষকে তার ঈমান অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। যদি তার ঈমান শক্তিশালী হয়, তা হলে তার পরীক্ষাও কঠিন হয়। আর যদি তার ঈমান দুর্বল হয়, তা হলে তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে হালকা হয়। বিপদ বান্দার পিছু ছাড়ে না, পরিশেষে তার অবস্থা এমন হয় যে, সে পাপমুক্ত হয়ে জমিনে চলাফেরা করে।"" এ হাদীসটি তাওহীদের প্রমাণও বহন করে। নবিগণ সবচেয়ে বেশি পরীক্ষিত হন। তারপর তাঁদের নিকটতম স্তরের মুমিনগণ পরীক্ষিত হন। একজন সাধারণ মুসলিমের থেকে নবিগণ ও তাঁদের নিকটবর্তীগণ অনেক বেশি পরীক্ষিত হন ও কষ্ট পান। আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ তাঁদেরকে উদ্ধার করতে পারে না। যখন কোনো সাধারণ মুসলিম এ বিষয়টি জানে, তখন সে বুঝতে পারে যে, যারা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া নিজেদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারেন না, তারা কীভাবে অপরের বিপদ হটানোর কাজে সাহায্য করবেন? কাজেই এটি তো প্রমাণিত যে, নবিগণ আর নেককারদের নিকট বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য দুআ করা বৃথা ও নিরর্থক। বরং আমাদের দুআ করা উচিত সেই মহান সত্তা আল্লাহ তাআলার নিকটে, যিনি আমাদের বিপদ অপসারণ করতে সক্ষম। নবি আইয়ূব-এর ঘটনা আল্লাহ তাআলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা, প্রিয় সন্তানাদির মৃত্যু দ্বারা আর সুস্বাস্থ্য ছিনিয়ে নেওয়ার দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন। আইয়ূব-এর প্রচুর পরিমাণ গবাদিপশু ও শস্যাদি ছিল, ছিল সন্তান-সন্ততি

আর সুন্দর বাসগৃহ। এসব কিছুই তিনি হারালেন। অতঃপর তাঁকে শারীরিক অসুস্থতা দ্বারা পরীক্ষা করা হলো। মানুষজন তাঁকে পরিত্যাগ করল। তিনি শহরের একপ্রান্তে একাকী থাকতে বাধ্য হলেন। শুধুমাত্র তাঁর স্ত্রী রয়ে গিয়েছিলেন দেখভাল করার জন্য। এমন অবস্থায়ও আইয়ূব সবরের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এত কষ্টের পরও আল্লাহর ওপর তাঁর ভরসার কোনো কমতি হয়নি। তারপর তিনি একাকী আল্লাহর কাছেই সাহায্যের জন্য দুআ চাইলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين . [১] তিরমিধি ১৪৩

“এবং স্মরণ করুন আইয়ূব-এর কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন: আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। স অতঃপর আল্লাহ তাআলা সে আহ্বানে সাড়া দিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِين . " আমি তার দুআ কবুল করেছিলাম। তার যে কষ্ট ছিল, তা দূর করে দিয়েছিলাম। এবং শুধুমাত্র তার পরিবার-পরিজনই তাকে দিইনি বরং সাথে সাথে এই পরিমাণ আরও দিয়েছিলাম নিজের বিশেষ করুণা হিসেবে এবং এই জন্য যে, এটা একটা শিক্ষা হবে ইবাদাতকারীদের জন্য।"। কুরআন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, মৃতরা কখনোই জীবিতদের সাহায্য করতে পারবে না। অতএব, যারা পূর্ববর্তী নেককার মৃত লোকদেরকে নিজেদের বিপদ দূরীভূত করার জন্য ডাকবে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অধিকন্তু, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকা শিরক। শিরক হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার পাপ, সবচেয়ে ভয়াবহ অপরাধ। শিরক এজন্য হবে যে, দুআ একধরনের ইবাদাত আর ইবাদাত একমাত্র আল্লাহরই হক।।০। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين . “ তোমাদের রব বলেন আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দুআ কবুল করব। যেসব মানুষ গর্বের কারণে আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"।*। [১] সূরা আম্বিয়া, ২১:৮০ [২] সূরা আম্বিয়া, ২১:৮৪ (৩) 'আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকা' বলতে বোঝানো হয়েছে যেসব ব্যাপার কেবল আল্লাহর কাছেই চাওয়া যায় সেগুলোর জন্য মানুষের দ্বারস্থ হওয়া। যেমন সম্পদ বৃদ্ধি, সন্তানলাভ ইত্যাদি। এগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে কামনা করা শিরক। কিন্তু সাধারণ সমস্যায় মানুষের সাহায্য চাইতে দোষ নেই, যেমন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য যাওয়া। তবে এসব ক্ষেত্রেও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহই পারেন সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে, তাঁর হুকুম না হলে কোনো সাহায্যকারীর সাহায্য কাজে আসবে না। এবং তাঁর কাছেই ক্রমাগত সাহায্য চাইতে থাকতে হবে।[৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ বলেন, الدعاء هو العبادة "দুআ হচ্ছে ইবাদাত।"৲ আল্লাহর বান্দারা যদি আল্লাহর হক আদায় করে আর শুধু আল্লাহরই ইবাদাত করে, তবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। এটি আল্লাহর ওয়াদা। মুআজ বিন জাবাল এ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, "হে মুআজ! তুমি কি জানো বান্দাদের ওপর আল্লাহর হক কী?" মুআজ তাআলা আর তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তখন রাসূলﷺ বললেন, "আল্লাহ বললেন, فإنَّ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئا D (বান্দার ওপর আল্লাহর হক হচ্ছে) শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা। তাঁর (আল্লাহর) সাথে কাউকে শরীক না করা।' তারপর রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি জানো, আল্লাহর ওপর বান্দাদের হক কী?" মুআজ বললেন, "আল্লাহ তাআলা আর তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তখন রাসূলﷺ জবাব দিলেন, وحق العباد على الله أن لا يُعذب من لا يُشرك به شيئًا (আল্লাহর নিকট বান্দার হক হচ্ছে) তিনি তাঁদেরকে শাস্তি দেবেন না (যদি তারা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করে)। "খ ইবনু আব্বাস-কে নাসীহা প্রদানকালে রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছিলেন, يَا غُلامُ إِنِّى أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَلْت الصحف এই ছেলো আমি তোমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিচ্ছি: আল্লাহকে স্মরণে রেখো, তিনি তোমাকে সুরক্ষা দেবেন; আল্লাহকে স্মরণে রেখো, তা হলে তুমি তাঁকে পাবে তোমার প্রতি মনোনিবেশকারী হিসেবে; কিছু চাইলে, আল্লাহর কাছে চেয়ো; আর সাহায্যের প্রয়োজন হলে, আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ো। ভালো করে জেনে রেখো সবাই মিলে তোমার কোনো কল্যাণ করতে চাইলে, তারা তা পারবে না, কেবল তা-ই হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন; আবার সবাই মিলে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাইলে, তারা তা পারবে না, কেবল তা-ই হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন; কলম তুলে নেওয়া হয়েছে আর সহীফাগুলো(র কালি) শুকিয়ে গিয়েছে।।। আরেকটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ বলেন, "গুনাহের সাথে সম্পর্ক নেই কিংবা রক্ত-সম্পর্ক ছিন্নকরণের সাথে জড়িত নয় এমন দুআ যদি কোনো মুসলমান করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তিনটি জিনিসের একটি দান করবেন: আল্লাহ হয়তো শীঘ্রই তার দুআয় সাড়া দেবেন অথবা বিচার দিবসে প্রতিদান দেওয়ার জন্য তা জমা রাখবেন অথবা এই দুআর সমপরিমাণ ক্ষতি থেকে তাকে রক্ষা করবেন।" সাহাবিগণ তখন প্রশ্ন করলেন, "আমরা যদি একাধিক দুআ করি, তখন কী হবে?" রাসূল জবাব দিলেন, "আল্লাহ আরও বেশি দুআ কবুলকারী।"খি আরেকটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ বলেন, "আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর কোনো সাবধানতা অবলম্বনের দ্বারাই বদলে যায় না। আল্লাহ যা নির্ধারিত করে রেখেছেন আর

যা রাখেননি, উভয় অবস্থাতেই দুআ কল্যাণকর। আল্লাহ তাকদীরে যে বিপদ লিখে রেখেছেন, দুআ কিয়ামাত-দিবস পর্যন্ত তার মুখোমুখি হয়ে কুস্তি লড়তে থাকে।

আল্লাহ বলেন,
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم .

" আর আল্লাহ যদি তোমার ওপর কোন কষ্ট আরোপ করেন, তা হলে তিনি ছাড়া কেউ নেই তা খণ্ডাবার মতো। পক্ষান্তরে যদি তিনি কোনো কল্যাণ দান করেন, তবে তাঁর মেহেরবানিকে রহিত করার মতোও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন; বস্তুত তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু।

[১] তিরমিযি: ২৫১৬ [২] আহমাদ [৩] আলবানি, সহীহ আল-জামি: ৭৭৩৯

[১] আবু দাউদ: ১৪৭৪

[২] ইজমা অনুসারে

# দুআর শক্তি

দুআর শক্তি অতুলনীয়। ইসরাঈলি রেওয়ায়েতে দুআ নিয়ে মূসা-এর একটি সুন্দর ঘটনা আছে। যেহেতু ঘটনাটি আমাদের ধর্মের কোনো শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তাই আমি ঘটনাটি বর্ণনা করছি'। মূসা এ ছিলেন কালিমুল্লাহ, তিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলতে পারতেন। একদা এক মহিলা মূসা-এর কাছে এসে অনুরোধ করল, যাতে তিনি আল্লাহর কাছে তার ব্যাপারে ফরিয়াদ করেন। ওই মহিলা ছিল নিঃসন্তান। সে চাচ্ছিল, মূসা যাতে আল্লাহকে অনুরোধ করেন আর আল্লাহ তাআলা তাকে একটি সন্তান দান করেন। অনেকদিন আগে মহিলাটির বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সন্তান হচ্ছিল না তার। তাই মনেপ্রাণে সে মা হতে চাচ্ছিল। মূসা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ তাআলা জবাব দিলেন, ওই মহিলা বন্ধ্যা। সে সন্তান জন্মদানে অক্ষম। মূসা মহিলাকে এ কথা জানালে, সে চলে গেল। আমি বা আপনি যদি আল্লাহর কাছ থেকে এ ব্যাপারে জানতে পারতাম, আমরা হয়তো থেমেই যেতাম। আমরা অনেকে তো কিছুদিন দুআ করেই হতাশ হয়ে যাই আর নালিশ জানাই। অনুযোগ করে ফেলি- আল্লাহ কখনোই আমাদের দুআ শোনেন না। কিন্তু ওই মহিলা ক্রমাগত আল্লাহর কাছে দুআ করে যাচ্ছিল। সে সকাতরে, বিনীত ও বিনম্রভাবে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকল। কখনও দুআ করা বাদ দিলো না। সে দ্বিতীয় বারের মতো মূসা-এর কাছে গিয়ে বলল, "আপনার প্রভুকে বলুন, হে মূসা!" আল্লাহ তাআলা একই জবাব দিলেন। এভাবে সে তিনবার মূসা এ-এর কাছে অনুরোধ জানিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলো। এবারও একই উত্তর পেল-সে বন্ধ্যা, সন্তান জন্মদানে অক্ষম। মহিলাটি চতুর্থবার মূসা এ-এর সাথে দেখা করল। কিন্তু এবার তার কোলে ছিল একটি ফুটফুটে শিশু। তার হাত ধরেছিল আরেকটি শিশু। সে বলল, "দেখুন মুসা! আল্লাহ তাআলা আমাকে দুটো সন্তান দান করেছেন।" মূসা বিব্রত বোধ করলেন। আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহ! আপনি তিনবার আমাকে জানালেন যে, সে বন্ধ্যা, তার সন্তান হবে না। কিন্তু তারপর আপনি তাকে সন্তান দান করলেন!" আল্লাহ তাআলা জবাব দিলেন, "প্রত্যেকবার যখন আমি লিখে রাখি যে সে বন্ধ্যা, তখনই সে দুআ করছিল আর বলছিল: 'হে দয়াময়! হে দয়াময়! হে দয়াময়!' হে মূসা! আমার দয়া আমার ক্রোধকে অতিক্রম করেছে।" তাই যখন আপনি আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইবেন, মনে রাখবেন-আল্লাহ তাআলা আপনাকে তা দিতে সক্ষম। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তো কিছুই হয় না। তাই আপনার উচিত ধৈর্যের মাধ্যমে আপনার দুআকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা। আমরা কোনো কিছু ঘটলে রাগান্বিত হই না, হতাশও হই না। এর কারণ শুধু এটাই না যে, এসব তো তাকদীরে লিখে রাখা আছে। বরং এর কারণ হলো, এগুলো যে আল্লাহ-ই লিখে রেখেছেন! আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن تَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ واللهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالٍ فَخُور ١٦ . ٍ

পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের ওপর যেসব মুসিবত আসে তার একটিও এমন নয় যে,

তাকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বে একটি গ্রন্থে লিখে রাখিনি। এমনটি করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ কাজ। (এ সবই এজন্য) যাতে যে ক্ষতিই তোমাদের হয়ে থাকুক তাতে তোমরা মনঃক্ষুন্ন না হও। আর আল্লাহ তোমাদের যা দান করেছেন, সেজন্য গর্বিত না হও। যারা নিজেরা নিজেদের বড় মনে করে এবং অহংকার করে। নিজেরাও কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতা করতে উৎসাহ দেয়, আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। এরপরও যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তা হলে আল্লাহ অভাবশূন্য ও অতি প্রশংসিত।" তাই বিপদ এলে ধৈর্য ধরুন। বিপদের সময়ে কেউ অভিযোগ করে, কেউ পশ্চাদপসরণ করে, আবার কেউ ধৈর্য ধরে। যারা ধৈর্য ধারণ করে ও আল্লাহর প্রশংসা করে, তারাই সর্বোত্তম। আল্লাহ তাআলা জানেন, আপনার জন্যে কোনটি ভালো। আল্লাহ তাআলা সব সময় আপনার জন্যে ভালো জিনিসই নির্ধারণ করবেন। সব সময়! যা-ই ঘটুক না কেন, আপনি বলুন, "আল-হামদু লিল্লাহ!" নবিরা বলতেন, "আল-হামদু লিল্লাহ আলা কুল্লি হাল!" আপনি কি জানেন, এর মানে কী? এই দুআর মানে হচ্ছে, সব সময়, সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করা। কারণ আল্লাহ-ই তো সব নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই অন্তর থেকে সব খারাপ ধারণা ঝেড়ে ফেলুন। শুধুমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করুন। আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকুন। কখনও দুআ করা ছেড়ে দেবেন না। কদা আর কদরের ব্যাপারগুলো তো আমরা জানি। আমরা জানি যে, যা- কিছু আগামীতে ঘটবে, সব লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন বিচারক, ফায়সালাদাতা। অনেক অনেক আগে, তিনি সবকিছুর ফায়সালা করে রেখেছেন। আমরা কি আল্লাহর ফায়সালা অস্বীকার করতে পারি? না। কাজেই যা আপনার হবার নয়, তা কখনোই আপনার হবে না। আর যা আপনার, তা কোনো দিনও আপনাকে ছেড়ে যাবে না। আপনি নিজের বাসায় যান। আপনি দেখবেন বিভিন্ন স্থান থেকে আপনার খাদ্য আসে। আমরা তো এখানে (আমেরিকায়) বিভিন্ন দেশ থেকে খাদ্য পাই। আঙুর, ডুমুর-সহ প্রত্যেকটি ফলমূল আলাদা আলাদা দেশ থেকে আসছে। সুবহানাল্লাহ! আফগানিস্তান, পাকিস্তান, আফ্রিকা, কোরিয়া-সহ বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে খাদ্য প্রস্তুত হয়ে আসে, যাতে তা আমরা খেতে পারি। আপনার বাবা আজ বাসায় খাবার নিয়ে আসবেন। আপনি জানেন না, রুটি কোথা থেকে আসবে। তবুও যা আপনার জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে, তা আপনি পাবেনই, যদি তা ভিন্ন দেশ থেকে আসে তবু। আপনার জন্য নির্ধারিত অংশ আপনি পাবেন। [১] সূরা হাদীদ, ৫৭. ২২-২৪

কেউ তা আটকাতে পারবে না। কারণ তা তাকদীরে লেখা আছে। আমাদের জন্য। আল্লাহ তাআলা যা নির্ধারিত করে রেখেছেন, তা আমরা পাব। আমরা যা পানি পান করি, খাদ্য গ্রহণ করি কিংবা যেখানে যাই-তা সবকিছু আল্লাহ তাআলা লিসে রেখেছেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেছেন বলেই তা এরকম হয়। বেশি বেশি দুআ করুন। ইমাম আহমাদ এ আর

রুটিওয়ালার গল্প থেকে আমরা দুআর শক্তি বুঝতে পারি। একদা ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল শামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলেন। রাত্রিযাপনের জন্যে তিনি একটি মাসজিদে প্রবেশ করলেন। মাসজিদের পাহারাদার বলল, অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন মাসজিদ ছাড়তে হবে। মাসজিদ বন্ধ করার সময় হয়ে গিয়েছিল। ইমাম আহমাদ পাহারাদারকে জানালেন যে, তাঁর আর রাত কাটানোর জায়গা নেই, তবুও পাহারাদার তাঁকে উঠে যাবার জন্য জোর করছিল। চিন্তা করুন। ইমাম আহমাদ ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম! তিনি যদি চাইতেন, তো নিজের পরিচয় দিতে পারতেন। তিনি যা চাইতেন, তা-ই পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। রাহিমাহুল্লাহ। তিনি তার জিনিসিপত্র নিয়ে বেরিয়ে এসে মাসজিদের সিঁড়িতে শুয়ে পড়লেন। পাহারাদার বাইরে বেরিয়ে ইমাম আহমাদ -কে সিঁড়ি থেকে উঠে যেতে বলল। অতঃপর পাহারাদার ইমাম আহমাদ-এর পা ধরে টেনে-হিঁচড়ে তাঁকে রাস্তার মাঝখানে ফেলে রেখে চলে গেল। রাস্তার পাশেই এক ধার্মিক রুটিওয়ালার দোকান ছিল। সে ইমাম আহমাদ-কে দেখে নিজের সাথে রাতে থেকে যেতে বলল। সে রাতভর রুটি বানায় তাই ইমাম আহমাদ তার স্থানে ঘুমোতে পারবেন। রাতে ইমাম আহমাদ একটি অভাবনীয় দৃশ্য দেখলেন। রুটিওয়ালা রাতভর কাজ করছিল। সে ময়দা গোলে রুটির খামির বানাচ্ছিল আবার কখনও-বা রুটি সেঁকছিল। কিন্তু এসব কাজের মধ্যেও সে রাতভর আল্লাহর যিকর করে যাচ্ছিল, তাসবিহ জপছিল। ইমাম আহমাদ ১৯ তা দেখে বিস্মিত হলেন। এই লোকটি রাতভর আল্লাহর যিকর করছিল। অথচ, আজকাল মানুষ কত তাড়াতাড়ি যিকর করে ক্লান্ত হয়ে যায়। ইমাম আহমাদ রুটিওয়ালার কাছে জানতে চাইলেন যে, কদিন ধবে সে এই আমল করে যাচ্ছে। রুটি ওয়ালা জবাব দিলো যে, সে জীবনভর এই আমল করে আসছে। ইমাম আহমাদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই আমলের কোনো ফল সে পেয়েছে কি না। লোকটি তখন যে জবাব দিলো, তা শুনে ইমাম আহমাদ হতবিহ্বল হয়ে খেলেন। কটিওয়ালা জবাব দিলো, "আমি আল্লাহর কাছে কোনো দুআ করেছি আর আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেননি, এমন কখনও হয়নি, শুধুমাত্র একটি দুআ বাদে।" ইমাম আহমাদ তখন জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কোন দুআটি কবুল হয়নি?" কাটিওয়ালা জবাব দিলো যে, সে আল্লাহর কাছে দুআ করত যেন ইমাম আহমাদের সাথে তার দেখা হয়। কিন্তু সেই দুআটি এখনও কবুল হয়নি। এ কথা শুনে ইমাম আহমাদ কেঁদে ফেললেন। তিনি রুটিওয়ালাকে বললেন, "সুবহানাল্লাহ! তিনিই তো হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা... তিনি আমাকে টেনে-হিঁচড়ে তোমার দোকানে এনে ফেলেছেন, যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়ে তোমার দুআ কবুল করাতে পারেন।" দেখতেই পারছেন, আল্লাহর যিকর করার কী ফযীলত! দুআ ওপরের দিকে উঠতে থাকে। বিপদ নিচের দিকে নামতে থাকে। মাঝপথে তারা একে অন্যের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এ লড়াইয়ে বিজয় নির্ভর করে-কে বেশি শক্তিশালী, তার ওপর। ইখলাস ও কবুলিয়াতের আশা নিয়ে দুআ করলে, সে দুআ বিপদের ওপর প্রবল হয়। বিজয় লাভ করে। ফলে তখন বিপদ আর সংঘটিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে অমনোযোগ ও হতাশা

নিয়ে দুআ করলে, সে দুআ থেকে বিপদ শক্তিশালী হয়। তখন বিপদ দুআকে পরাজিত করে নিচে নেমে আসে। কখনও কখনও তারা সমানে সমান হয়। আর কিয়ামাত পর্যন্ত একে অন্যের সাথে লড়তে থাকে। সুতরাং,

• দুআ শক্তিশালী হলে তা বিপদকে পরাজিত করবে এবং আটকে দেবে। বিপদ দুআ থেকে শক্তিশালী হলে, তা দুআর ওপর বিজয়ী হবে এবং নিচে নেমে আসবে।

• যদি তারা সমানে সমান হয়, তবে তারা কিয়ামাতের আগপর্যন্ত পরস্পর লড়াই করতে থাকবে। তাই আমাদের সব সময় দুআ করা উচিত, যাতে দুআ শক্তিশালী হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই দুআ কবুল করবেন-এমন দৃঢ় সংকল্পের সাথে দুআ করুন এবং ফলাফলের ব্যাপারে উত্তম প্রত্যাশা রাখুন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের ব্যাপারে বলেন, যে এই ধারণা রাখে যে আমি ক্ষমাশীল, তাকে আমি অবশ্যই ক্ষমা করে দেবো। আমার বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা রাখে, আমি তেমনই। অন্যভাবে বললে, আপনি যা চান, তা দুআর মাধ্যমেই আল্লাহর কাছে থেকে চেয়ে নিন। উমার বলেন, "আল্লাহ তাআলা আমার দুআর কী জবাব দেবেন সে ব্যাপারে আমি চিন্তিত নই। আমি তো চিন্তিত থাকি-কীভাবে আমি আমার দুআকে সাজাতে পারি এবং আরও সুন্দরভাবে আল্লাহর কাছে চাইতে পারি। কারণ আমি যখন দুআ করব, আল্লাহ তাআলা তো উত্তর দেবেনই।" দুআ যে কবুল হবেই, এই ব্যাপারে উমারের মনে কোনো সংশয় ছিল না। রদিয়াল্লাহু আনহু।

তথ্যসূত্রঃ বিপদ যখন নিয়ামত বই থেকে কিছু পয়েন্ট নেওয়া হয়েছে এবং কিছু নিজ থেকে করা হয়েছে